ডেইলি ইনকিলাব

১০

তারিখ 15 FEB 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৩৪

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার সম্প্রসারণ

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। কেননা, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি জাতির উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের মূলমন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া মনুষ্যত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে জীবন-জগত তথা সৃষ্টিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। শিক্ষা মানুষকে মহৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার আলো মানুষের মনকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে এবং জীবনকে এক গৌরবময় পর্যায়ে উন্নীত করে। আর নিরক্ষরতা ও মূর্খতা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ধরনের অভিশাপ। অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার ফলে মানুষের জীবনে দেখা দেয় দুঃখ দুর্দশা ও ব্যর্থতা। এতে মানুষের জীবন অসুন্দর ও কুশ্রী হয়ে পড়ে। অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের বিচার বিবেচনা থাকে না। তাদের মন কখনো উদার ও সংস্কারমুক্ত হতে পারে না এবং এদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির উন্মেষও ঘটে না।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলে তখন আর মুক্তির পথ খোলা থাকে না। তাই জীবনে ও জগতকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য চাই শিক্ষা। পৃথিবীর বুকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে প্রত্যেককে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার আবশ্যকতা-ব্যাপক অথচ আমাদের দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ যে দেশের শতকরা ৭৭ ভাগ লোকই নিরক্ষর শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণ ব্যতীত সে দেশের ভাগ্যোন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সচেতন দেশবাসী ও সরকার এ সত্য উপলব্ধি সংঘবদ্ধভাবে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত রয়েছে। কেননা, উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষার হার অতি উর্ধ্বে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে। চীনের শিক্ষার হারও দ্রুত প্রসার লাভ করছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ সকল দেশ নিরক্ষরতার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বিদ্যাশিক্ষার বিকাশে এদের অবদান অনস্বীকার্য। এসব ক্ষেত্রে এরা নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে চলেছে। শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্রই নিরক্ষরতা ও মূর্খতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সম্প্রসারণে জাতিসংঘ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোকে কোটি কোটি টাকা দান করছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকার ও দেশের শিক্ষিত মানুষের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে না।

আমাদের দেশকে পৃথিবীর বুকে উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে* অনতিবিলম্বে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। তবে, এর সফল বাস্তবায়নে দেশের আনাচে-কানাচে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বয়স্ক লোকদের শিক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শহর-নগর-গ্রামে-গঞ্জে নৈশ বিদ্যালালয় স্থাপন করে "একজন অপর জনে শিখাও" এই আন্দোলনে আমাদের সকলকে অংশীদার হতে হবে। ফলে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণের পথ সহজ ও সুগম হবে— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সর্বোপরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দেশের সচেতন শিক্ষিত সমাজকেই সর্বাগ্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান